22/8/2001

যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের বৃহত্তম ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত বৃহৎ একটি প্রকল্প 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম।'

এই প্রকল্পটি ১৯৯২ সালে স্বল্পপরিসরে কার্যক্রম শুরু করে। প্রথম থেকেই এই প্রকল্পের কার্যক্রম সারাদেশে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৮৯ ভাগ লোক মুসলমান। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে কল্যাণকর মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, যা বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী গত '৯৮ সালের ২ মার্চ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ব্যাপকভাবে এর প্রসার ঘটানোর জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি বর্তমানে দেশে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এই প্রকল্পের আওতায়ও প্রথম শ্রেণীর কার্যক্রম শুরু করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ফলে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৯৯৬-২০০০) কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং তা ২০০০ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়।

সরকার শিক্ষা খাতের সিংহভাগ অর্থ ব্যয় করছে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। আশার কথা হলো এই শিক্ষা পদ্ধতিটি জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমটি দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে যে কয়টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করছে তার মধ্যে এই মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম এদের অন্যতম। অত্র শিক্ষা ব্যবস্থা সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করছে কারণ ছোট ছোট শিশুরা মসজিদে বসে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষাসহ অন্যান্য শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারছে যা প্রতিটি ধর্মানুরাগী অভিভাবকেরই কাম্য। ছেলেবেলায় যে শিশুটি মসজিদকে তার প্রাণপ্রিয় শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে পেয়েছে, বড় হয়েও সে মসজিদকে আঁকড়ে থাকবে– এটাই স্বাভাবিক। আর এই কাজে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করছেন সংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমাম সাহেব। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান অভিভাবকই চান তার সন্তান সুশিক্ষায় শিক্ষিত হোক।

প্রকল্পের শুরুতে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন তাদের মতে, মসজিদভিত্তিক এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা অন্য পন্থায় পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের চেয়ে সরকারের অর্থ সাশ্রয় হয়, যা অন্য যে কোন প্রকল্পের তুলনায় অবশ্যই উত্তম। এ প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ভবন কিংবা গৃহের প্রয়োজন হয় না; কারণ প্রতিটি গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি করে মসজিদ অবস্থিত। যেখানে প্রতিদিন ধর্মপ্রাণ মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে থাকেন। অর্থাৎ এই গৃহ নির্মাণ/ভাড়ার সাশ্রিত অর্থ দিয়েই অনেক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাদান করা সম্ভব। তাছাড়াও অন্যান্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীপ্রতি ব্যয়, এই প্রকল্পের শিক্ষার্থীপ্রতি ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এতকিছু সত্ত্বেও কোন অজানা ইশারায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে, যা বোধগম্য নয়। কারণ চলতি ২০০১ শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম জানুয়ারি থেকে শুরু হলেও অদ্যাবধি শিক্ষার্থীদের কাছে কোন বইপত্র পৌঁছেনি। এতে করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

অত্র প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মেয়াদ শেষ হয়েছে জুন, ২০০০ সালে। অবশ্য শিক্ষাবর্ষ ছিল ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত। যতদূর জানা গেছে, তাতে প্রকল্পটি প্রি-একনেক বৈঠকে তৃতীয় পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে; তাও প্রায় ৮/৯ মাস হলো। একনেক বৈঠকে কেন তা উত্থাপিত হচ্ছে না; আর কবে নাগাদ তা উত্থাপিত হবে কিংবা আদৌ উত্থাপিত হবে কিনা বা এই প্রকল্পটি অনুমোদিত হবে কিনা এই সংশয় প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞ অভিভাবক মহল।

এদিকে এই প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান তিনজন বাদে (প্রকল্প পরিচালক, উপ-পরিচালক প্রশাসন ও উপ-পরিচালক কার্যক্রম– যারা সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রেষণে নিয়োজিত) অন্য সবার মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে বলে জানা যায়। প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে প্রায় সবারই নতুন চাকরিতে যোগদানের বয়স অতিবাহিত হয়ে গেছে। যারা এই প্রকল্পের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রম দিয়েছেন এবং অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করেননি তারা এ সময় চাকরিচ্যুত হলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাবে বলে জানা গেছে। আর চাকরি হারিয়ে হয়তো ওই সব লোকজন সমাজের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

যে প্রকল্পটি মাত্র ১২টি শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে (প্রতি জেলায়) কাজ শুরু করেছিল, তা মাত্র কয়েক বছরেই সবার কাছে সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি জেলাতে ১২৫টি শিক্ষাকেন্দ্র ও ৮টি লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। সবার আন্তরিকতা ও প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রমের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে এবং বিজ্ঞ অভিভাবক মহল এই প্রকল্পের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছেন।

অতএব, দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থে এই প্রকল্পটিকে স্থায়ীরূপ দেয়ার জন্য একে উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ মুখলেছুর রহমান
১৫৪/১ পশ্চিম বান্দুটিয়া, মানিকগঞ্জ।